প্রথম আলো

তারিখ ... 9 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ...২...৪... কলাম ...৫...

ধর্মভিত্তিক দলগুলো এখন একমুখী শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনে যেতে চায়

ওয়াসেক বিল্লাহ্ ●

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধর্মভিত্তিক দলগুলো একধরনের অস্থিরতায় ভুগছে। গত সাত মাসে দলগুলো ধারণা ও আশঙ্কা থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এবার তারা একমুখী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চায়। এ জন্য ধর্মভিত্তিক আটটি দল আজ যৌথ সম্মেলন ডেকেছে।

তবে সম্প্রতি এসব দল কর্মসূচি ঘোষণা করেও খুব একটা সাড়া পায়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হাতে গোনা এক-দুটি ছাড়া বাকি সব দলের তৎপরতা মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে মিছিল-সমাবেশ এবং সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন ও বিবৃতির মধ্যেই এসব কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল।

কয়েকটি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা *প্রথম আলোকে* বলেছেন, মূলত কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা কর্মসূচি দেন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের আস্থার সংকটও এ জন্য দায়ী।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব এ টি এম হেমায়েতউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাধারণত কর্মসূচি গ্রহণ করি। একটি বিষয়ের ওপর যদি একাধিক জাতীয় দৈনিকে সংবাদ ছাপা হয়, তাহলে সেটাকে সত্য হিসেবেই ধরে নিই।'

একমুখী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সম্মেলন: সরকার ড. কুদরত-ই খোদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে প্রণীত শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি এখনো সুপারিশ দেয়নি। কিন্তু ধর্মভিত্তিক দলগুলো শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আগাম কর্মসূচি দিতে চায়।

এ লক্ষ্যে আজ আটটি দল জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন ডেকেছে। সম্মেলনে ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দলগুলোর নেতারা বলছেন, তাঁরা আশঙ্কা করছেন, সরকার একমুখী শিক্ষার নামে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চায়।

খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ্ খান বলেন, 'আমরা মনে করি একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে দিনি শিক্ষা বাদ দিয়ে খোদাদ্রোহী শিক্ষা চালু হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার এখনো এ বিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে।

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী বলেন, সরকার বলেছে, শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি হবে। সেটা হলে তো ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাই হবে।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব হেমায়েতউদ্দিন বলেন, একটি জিনিস চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলে প্রতিবাদ করলে ফলপ্রসূ হয় না।

উল্লেখ্য, একমুখী শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিষয়ে আলাদা বিভাগ না রেখে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সব বিভাগের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ট্রানজিট, টিকা বিষয়: গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। এর আগে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিতে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস,

এরপর পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

ধর্মভিত্তিক দলগুলো এখন একমুখী শিক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামী, হিযবুত তাহ্‌রীরসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলো অভিযোগ করে যে সরকার ভারতকে ট্রানজিট দিতে চায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিয়োগের রূপরেখা বিষয়ে চুক্তি করতে চায়।

কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় ট্রানজিট নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলও টিকা নিয়ে কোনো কথা বলেনি।

বিষয়টি নিয়ে জামায়াতের জ্যেষ্ঠ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, সব কিছুই কি জানা যায়? আপাতদৃষ্টিতে বোঝা গিয়েছিল যে সরকার এসব করতে চায়। জনমত দেখেই সরকার পিছিয়েছে।

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী বলেন, সরকার এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের কথা বলেনি সত্য, কিন্তু সরকার চট করে কিছু বলে না। আবহ তৈরি করে।

কওমি মাদ্রাসা প্রসঙ্গ: গত ১ এপ্রিল আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ এক সেমিনারে বলেছিলেন, কিছু কওমি মাদ্রাসা জঙ্গিবাদের প্রজননক্ষেত্র। এই বক্তব্যের পর বেশ কয়েকটি দল এক হয়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণার উদ্যোগ নেয়। জামায়াতও পৃথকভাবে একাধিক কর্মসূচি পালন করে।

পরে ১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলেম-ওলামাদের বৈঠকে কওমি শিক্ষার উন্নয়নে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আলেমদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে চার মাসেও এই কমিশন হয়নি।

খেলাফত মজলিসের মহাসচিব *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত মত হলো, আওয়ামী লীগের কাছে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যা আসবে তা কওমি মাদ্রাসার পক্ষে হবে না।' খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, 'এটার মধ্যে ওলামাদের মতভেদ প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সরকার স্বীকৃতি দিতে চাইলে দিয়ে ফেললেই হয়।'

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল বিষয়: জোট সরকারের আমলে হাইকোর্ট সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে একটি রায় দেন। গত মে মাসে বর্তমান সরকার জানায়, এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল চালাবে না। এরপর ইসলামি দলগুলো অভিযোগ করে, সরকার ইসলামি দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে চায় এবং সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ্ তুলে দিতে চায়। প্রায় সব কটি ইসলামি দলই তখন নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে। গত ১৬ মে আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেয় ১৬টি দল। এখন এ বিষয়েও দলগুলো চুপচাপ।

খতিববিরোধী আন্দোলন: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব পদে মাওলানা সালাহ্ উদ্দিন নিয়োগ পান। তখন কিছু না বললেও নতুন সরকার আসার পর জানুয়ারির শেষ দিকে ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোটসহ অনেক দল খতিবের অপসারণের দাবিতে মাঠে নামে। এ নিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভেতরে একাধিক দিন জুতা ছোড়াছুড়ি ও মারামারির ঘটনা ঘটে। ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন খতিবকে অপসারণের দাবিতে সরকারকে সময়ও বেঁধে দেয়। কিন্তু এখন আর এ নিয়ে তেমন কোনো কথা বলছে না দলগুলো।